DATE: / /
PAGE NO.:

বাংলা মা

কাজী নজরুল ইসলাম

১। 'আমার শ্যামলা-বরন বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা,'

(ক) বাংলা মা কে?

উঃ- কাজী নজরুল ইসলামের রচিত 'বাংলা মা' কবিতায় 'বাংলা মা' হলেন বাংলাদেশের মা অর্থাৎ বঙ্গজননী।

(খ) তাঁর গায়ের রঙ কেমন?

উঃ- তাঁর অর্থাৎ বঙ্গজননীর গায়ের রঙ সবুজ।

(গ) তাঁকে 'শ্যামলা-বরন' বলা হয়েছে কেন?

উঃ- বঙ্গজননীকে কবি 'শ্যামলা-বরন' বলেছেন কারন বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা। পলি মাটি থাকায় ও প্রচুর পরিমানে বৃষ্টির জন্য এই দেশে প্রচুর শস্য ফলে। বাংলার যে দিকেই তাকানো যায় সেখানেই সবুজ শস্যের সমারোহ চোখে পড়ে। তাই কবি কল্পনা করেছেন বঙ্গজননী যেন 'শ্যামলা-বরন' তাঁর গায়ের রঙ সবুজ।

(ঘ) কোথায় তাঁর শ্যামল রূপ দেখা যায়?

উঃ- বাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশে তাঁর শ্যামল রূপ দেখা যায়। বাংলার নদী-পর্বত, বন-প্রান্তর ও ধানক্ষেতে

②

DATE: / /
PAGE NO.:

তাঁর অপরূপ শ্যামল রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

ঙ বাংলার পথ কেমন?

উঃ- বাংলার পথ ধুলো মাখা। সেই ধূলিমাখা পথের বাঁকে তাঁর অর্থাৎ বঙ্গজননীর যেন গৈরিক বসন- পরিহিতা বৈরাগীর রূপ কবি কল্পনা করেছেন।

২ 'কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুনার যে বারি ছিটায়'

ক এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

উঃ- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বাংলা মা' কবিতায় এখানে বাংলার মার কথা অর্থাৎ বঙ্গ-জননীর কথা বলা হয়েছে।

খ মেঘকে 'কাজল' বলা হয়েছে কেন?

উঃ- কাজল কালো হয়। বর্ষাকালে বাংলার আকাশে দেখা যায় কাজলের মতো কালো মেঘের সমারোহ, সেই মেঘের প্রভাবেই বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তাই মেঘকে 'কাজল' বলা হয়েছে।

DATE: / /
PAGE NO.:

(ঙ) 'বারি' কি?

উঃ- 'বারি' হল জল। আর কবিতায় উল্লেখিত 'করুনার বারি' শব্দগুলি দিয়ে বাংলাদেশের উপর বৃষ্টির প্রভাবক বর্ণনা করেছেন।

(ঘ) 'কাজল মেঘের বারি' কি?

উঃ- 'কাজল মেঘের বারি' বলতে কালো মেঘের মাধ্যমে বৃষ্টিধারার অবিরাম ঝরে পড়াকে বোঝানো হয়েছে।

(ঙ) কি ভাবে তা 'করুনার বারি' হয়ে ওঠে?

উঃ- বাংলাদেশে কালো মেঘের দ্বারা অবিরাম বৃষ্টি ধারা ঝরে পড়ে। বৃষ্টি প্রচুর হয় বলেই বাংলার মাটিতে অনায়াসে ফসল ফলে। তাই বৃষ্টিধারা আমাদের দেশের কাছে করুন ধারা, আশীর্বাদ স্বরূপ। আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ার মধ্য দিয়ে যেন বঙ্গজননীর করুনাময়ী রূপেরই প্রকাশ ঘটে এই ভাবেই তা 'করুনার বারি' হয়ে ওঠে।

(চ) এতে আমাদের কি উপকার হয়?

উঃ- এই 'করুনার বারি' ধান ও অন্যান্য কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে বাংলাদেশকে শস্যশ্যামলা করে আমাদের উপকার করে।

DATE: / /
PAGE NO.:

(৩) 'ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায়।'

(ক) কার কথা বলা হয়েছে?

উঃ- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বাংলা মা' কবিতায় এখানে বঙ্গজননীর কথা বলা হয়েছে।

(খ) সেখানে কখন ঝড় দেখা যায়?

উঃ- সেখানে অর্থাৎ বাংলাদেশে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বিকেলের দিকে এবং ভাদ্র - আশ্বিন মাসে প্রচন্ড ঝড় দেখা যায়।

(গ) বেদে কারা?

উঃ- বেদে হল যারা সাপের খেলা দেখায়। সাপকে বশ করার নানাবিধ কৌশলও তাদের জানা থাকে।

(ঘ) ঝড়ের সাথে নাচার কথা বলা হল কেন?

উঃ- কবি বলছেন, বঙ্গজননীর চৈত্র-বৈশাখ ও ভাদ্র-আশ্বিন মাসের ঝড়ের সঙ্গে পরিচিত। তাই সেই সময়ে ঝড় যেমন নৃত্যের মাধ্যমে তার তান্ডব দেখায় তখন বঙ্গজননীও ঝড়ের সাথে নাচে। তাই ঝড়ের সাথে নাচার কথা বলা হয়েছে।

DATE: / /
PAGE NO.:

(ঙ) বেদের সাথে খেলার কথা বলা হল কেন?

উঃ- বাংলাদেশে প্রচুর সাপ দেখা যায়, তাদের পোষ মানায় বেদেরা। তারা সাপের খেলা দেখায়, সাপকে বশ করারও কৌশল জানে। বেদেদের সাথে বঙ্গজননীর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আছে বলে তিনিও বেদেদের সাথে সাপ নাচান। সেই প্রসঙ্গেই বেদের সাথে খেলার কথা বলা হয়েছে।

(চ) 'ভাটির স্রোতে গায় ভাটিয়াল, গায় সে বাউল মাঠের মাঝে'

(ক) 'ভাটি' কি?

উঃ- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বাংলা মা' কবিতায় 'ভাটি' বলতে তীব্র জলস্রোতের দিককে বোঝানো হয়েছে।

(খ) ভাটি কোথায় দেখা যায়?

উঃ- বাংলাদেশের প্রায় সব নদীতেই ভাটি দেখা যায়।

(গ) 'ভাটিয়াল' কি?

উঃ- 'ভাটিয়াল' হল এক ধরনের গভীর ভাব সম্বলন গান যা বাংলার সম্পদ। এই গানের সুর বিচিত্র।

৬

(ঘ) কারা ভাটিয়াল গায় ?

উঃ- নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে বাংলার মাঝি ভাটিয়াল গান গায় ।

(ঙ) 'বাউল' কি ?

উঃ- 'বাউল' হল এক সাধক সম্প্রদায় । বাংলার পথে-প্রান্তরে এরাঁ গান গেয়ে বেড়ান । এরা অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাপন করেন , জাতিধর্ম মানেন না, মানবপ্রেমে বিশ্বাস করেন এবং সবার উপরে স্থান দেন মানুষকে ।

(চ) কারা 'বাউল গান' গায় ?

উঃ- বাউল নামক সাধক সম্প্রদায়ের মানুষরা 'বাউল গান' গায় ।

(ক) (ঙ) বাংলাদেশের দীঘিতে কি ফোটে ?

উঃ- বাংলাদেশের দীঘিতে পদ্মফুল ফোটে । সেই পদ্মফুল দেখে কবির মনে হতো তা যেন বঙ্গজননীরই পদ্ম-মুখ ।

DATE: / /
PAGE NO.:

(ঘ) শ্মশানঘাটে কি হয়?

উঃ- মৃত্যুর পরে মৃতদেহ দাহ করা হিন্দুদের রীতি। দাহকার্য সম্পন্ন করা হয় শ্মশানঘাটে।

(ঙ) শ্মশানঘাটগুলি কোথায় অবস্থিত?

উঃ- বাংলার শ্মশানঘাটগুলি অধিকাংশই গঙ্গাতীরে অবস্থিত। কারন দাহকার্য সম্পন্ন হবার পর মৃতের পুত্রদের গঙ্গায় স্নান করতে হয়।

(চ) বাংলার বনে কি থাকে?

উঃ- বাংলার বনে বাঘ-ভালুক থাকে বলে কবি কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

(ছ) বাংলার প্রসিদ্ধ বনটির নাম কি?

উঃ- বাংলার প্রসিদ্ধ বনটির নাম হল বিখ্যাত সুন্দরবন।

(জ) বাংলার একটি নদীর নাম কর।

উঃ- বাংলার একটি নদীর নাম হল গঙ্গা নদী।

DATE: / /
PAGE NO.:

(ছ) 'উষা' কোন্ সময়?

উঃ- 'উষা' বলতে ভোরবেলার সময়কে বোঝানো হয়।

(জ) কোন্ তারাকে সন্ধ্যাবেলায় দেখা যায়?

উঃ- সন্ধ্যাতারাকে সন্ধ্যাবেলায় দেখা যায়।

---

(৪) 'হরিৎ শস্যে লটায় আঁচল, ঝিল্লীতে তার নূপুর বাজে'

(ক) 'হরিৎ' শব্দটির অর্থ কি?
উঃ- কাজী নজরুল ইসলামের রচিত 'বাংলামা' কবিতায় 'হরিৎ' শব্দটির অর্থ হল সবুজ।

(খ) 'ঝিল্লি' কি?
উঃ- ঝিল্লী হল ঝিঁঝিঁ পোকা।

(গ) ঝিল্লি কি করে?
উঃ- সন্ধ্যা হতে না হতেই বাংলার সর্বত্র ঝিল্লী অর্থাৎ ঝিঁঝিঁপোকারা ডাক শুরু করে।
কবি তাই কল্পনা করেছেন এই সম্মিলিত

DATE: / /
PAGE NO.:

ঝিঁঝিঁপোকার ডাক যেন বঙ্গজননীর পায়ের নূপুরের আওয়াজ।

(ঘ) নূপুর কিসে লাগে?
উঃ- নূপুর - পায়ের অলঙ্কার বিশেষ, আবারনত নৃত্য পরিবেশনের সময় পায়ে নূপুর পরতে হয়।

(ঙ) এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
উঃ- এখানে অর্থাৎ এই লাইনটির দ্বারা বঙ্গজননীর কথা বলা হয়েছে।

(চ) তাঁর আঁচল বলতে কি বোঝানো হয়েছে?
উঃ- তাঁর অর্থাৎ বঙ্গজননীর আঁচল বলতে বাংলাদেশের উর্বর ভূমিকে বোঝানো হয়েছে। সেই আঁচলের উপরই বিছানো থাকে সবুজ, সোনালী শস্য।

(ছ) তাঁর আঁচল কিসে ভরা?
উঃ- তাঁর আঁচল সবুজ সোনালী ফসলে ভরা।